ইউ.জি.সি – ডি.ই.বি-র অর্থানুকূল্যে গৃহীত প্রকল্পের প্রতিবেদন

মুক্ত ও দূরশিক্ষায় বাংলা সাহিত্য পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতাবিচার ও বিশ্লেষণ

অনামিকা দাস

সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৬ - ২০১৭

Received on 05.06.17.

05.06.17.

for SoH office record

P.N

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
School of Humanities
Established By Act (W.B. Act (XIX) of 1997 and Recognised by U.G.C.)
Head Office: DD-26, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata 64; Ph: 033 40663214
Kalyani Campus: Kalyani Ghoshpara, Kalyani 741235
Website: www.wbnsou.ac.in; Email: nsou@wbnsou.ac.in

Ref. No.: SoH/ Date:

প্রকল্প-শিরোনাম : মুক্ত ও দূরশিক্ষায় বাংলা সাহিত্য পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতাবিচার ও বিশ্লেষণ

প্রকল্প-আধিকারিক : অনামিকা দাস

প্রকল্প অর্থানুকূল্যে : ইউ.জি.সি – ডি.ই.বি

প্রকল্পে প্রদত্ত অর্থ : ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা)

প্রকল্প-বর্ষ : ২০১৬ - ২০১৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

মুক্ত ও দূরশিক্ষা পর্ষদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় সর্বাধিক বিস্তৃত। এই বিস্তৃতিকে ধারণ করে আছে নানা বিচিত্র আঙ্গিকের একত্র-সমাবেশ। সেই বৈচিত্র্যের টানেই একদিকে শিক্ষার্থীরা সম্পাদনা বিষয়ে হাতেখড়ির পাশাপাশি গবেষণা-নিবন্ধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পায়। অন্যদিকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে রাজ্যের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রচলিত-পাঠক্রমের বহির্ভূত বা নামমাত্র উল্লিখিত বিষয় তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হলেও, মুক্ত ও দূরশিক্ষার বাংলা সাহিত্য পাঠক্রম কাল-নিরপেক্ষভাবে আজ কতখানি প্রাসঙ্গিক, তার বিচার ও বিশ্লেষণই ছিল বর্তমান প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্প-পদ্ধতি :

বাংলা সাহিত্য-সংযুক্ত বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনা, প্রয়োজনে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে মুক্ত ও দূরশিক্ষার বিভিন্ন পাঠক্রমকেন্দ্রিক প্রাসঙ্গিক আলোচনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বর্তমান প্রকল্পের কর্মপদ্ধতিগত পরিকল্পনা।

বিস্তারিতভাবে এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনার আগে দেখে নেওয়া যাক নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমটির বর্তমান রূপ ---

d:\Syllabus (Bengali)-EBG\I\1st (Susanta)

Syllabus For
Bengali

Course Code (EBG)

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
1, Woodburn Park, Kolkata-700 020
Tel. : 2283-5157
TeleFax : 033-2283 5082

প্রথম পত্র
(সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস)

১। **সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)**
বাঙালি জাতির উদ্ভব, বাংলাভাষার উদ্ভব, বাঙালির লেখা সংস্কৃত—অপভ্রংশ কবিতা ও চর্যাপদ, তুর্কী আক্রমণ, তুর্কী বিজয় ও বাঙালির সমাজ জীবন ও সাহিত্যে তার প্রভাব, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ইসলামিক সাহিত্য—'ইউসুফ জোলেখা', চণ্ডীদাস সমস্যা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

২। **সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্য যুগ)**
অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্যধারা, চৈতন্যদেব — জীবন ও সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি, ভারতচন্দ্র রায়, শাক্ত পদাবলী, কবিগান।

৩। **সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)**
আধুনিক বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্য, যুগসন্ধির কবি ও কাব্য, আধুনিক বাংলা কাব্য, নাট্যমঞ্চ ও নাটক।

৪। **সংস্কৃতির ইতিহাস**
উপন্যাস—সূচনা ও প্রতিষ্ঠাপর্ব, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সমকালীন ও রবীন্দ্র উত্তর বাংলা সাহিত্য, স্বাধীনতা, দেশভাগ ও পরবর্তীকাল।
সংস্কৃতি এবং তার স্বরূপ, বাঙালির সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতি, ভারত সংস্কৃতি, সুফি প্রভাব ও ইসলামী উপাদান, চৈতন্য প্রভাব।

দ্বিতীয় পত্র
(ভাষাতত্ত্ব এবং ছন্দ ও অলংকার)

(ক) **ভাষাতত্ত্ব (৪ ক্রেডিট)**
১। ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় (সাধারণ ধারণা), ভাষাবংশ ও বাংলা ভাষার বিবর্তন।
২। বাংলা ভাষার স্তরবিভাগ — বিভিন্ন স্তরের লক্ষণসমূহ, উপভাষা, সাধু ও চলিত।
৩। বাংলা ভাষার ধ্বনি-বিচার, শব্দ গঠন প্রক্রিয়া, শব্দার্থ পরিবর্তন, বাংলা শব্দভাণ্ডার।

(খ) **ছন্দ (২ ক্রেডিট)**
১। ছন্দের পরিভাষা সমূহ—বাংলা ছন্দের রীতিগত বিভাগ, ছন্দোবন্ধ (পয়ার, চতুর্দশপদী, অমিত্রাক্ষর)।
২। ছন্দ-বিশ্লেষণ (অনুশীলনী)।

(গ) **অলংকার (২ ক্রেডিট)**
১। অলংকার কি ?
২। শব্দলংকার—অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ।
৩। অর্থালংকার—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, বিরোধাভাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি, অর্থান্তরন্যাস, একাবলী।
৪। অলংকার নির্ণয় — অনুশীলনী।

তৃতীয় পত্র
(কাব্য)

(ক) কাব্য — প্রাচীন ও মধ্যযুগ (৪ ক্রেডিট)

১। চর্যাপদ—নির্বাচিত পাঁচটি পদ। (১নং, ৫নং, ৬নং, ২৮নং, ৩৩নং)
২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—রাধাবিরহ খণ্ড।
৩। বৈষ্ণবপদ—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—প্রত্যেকের ২টি করে পদ। (পাঠমালায় নির্দিষ্ট করা আছে)
৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।
৫। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত—(আদি খণ্ড) নির্বাচিত অংশ।

(খ) কাব্য — আধুনিক যুগ (৪ ক্রেডিট)

১। মেঘনাদবধ কাব্য — মধুসূদন দত্ত (ষষ্ঠ সর্গ)
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি কবিতা (সোনার তরী, শতাব্দীর সূর্য আজি, শঙ্খ, আফ্রিকা, অমৃত)
৩। নজরুল ইসলামের তিনটি কবিতা (নারী, দারিদ্র, গানের আড়াল)
৪। জীবনানন্দ দাশের তিনটি কবিতা (বনলতা সেন, বিড়াল, ভিখিরি)

চতুর্থ পত্র
(উপন্যাস এবং ছোট গল্প)

(ক) উপন্যাস (৪ ক্রেডিট)

১। কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। পদ্মানদীর মাঝি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। অরণ্যবহ্নি—মহাশ্বেতা দেবী।

(খ) ছোট গল্প (৪ ক্রেডিট)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্ত্রীরপত্র।
২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—তারিণী মাঝি।
৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পুঁই মাচা।
৪। পরশুরাম—চিকিৎসা সংকট।
৫। বনফুল—গণেশ জননী।
৬। সুবোধ ঘোষ—সুন্দরম্।
৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—টোপ।

পঞ্চম পত্র
(প্রবন্ধ ও রম্যরচনা)

(ক) প্রবন্ধ (৬ ক্রেডিট)

১। বিবিধ প্রবন্ধ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গীতিকাব্য, ভারতের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা)।
২। কালান্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কালান্তর, সভ্যতার সংকট)

৩। চরিত কথা ঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(নিয়মের রাজত্ব)।
৪। ভাববার কথা ঃ স্বামী বিবেকানন্দ (শূদ্র জাগরণ, বর্তমান ভারত)
৫। সংস্কৃতির বিবর্তন ঃ অন্নদাশঙ্কর রায় (আমাদের সংস্কৃতির বিবর্তন)
৬। প্রবন্ধ সংগ্রহ ঃ প্রমথ চৌধুরী (বই পড়া)

(খ) রম্য রচনা (২ ক্রেডিট)
১। হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ (চড়ক)
২। বিচিত্র প্রবন্ধ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাজে কথা)
৩। পঞ্চতন্ত্র ঃ মুজতবা আলি (বই কেনা)
৪। কমলাকান্তের দপ্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পতঙ্গ)

ষষ্ঠ পত্র
(নাটক ও নাট্যমঞ্চ এবং সাহিত্যের রূপভেদ)

(ক) নাটক (৩ ক্রেডিট)
১। নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র
২। রথের রশি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য।

(খ) নাট্যমঞ্চ (১ ক্রেডিট)
৪। মঞ্চের উপযোগিতা, মঞ্চরূপের বৈচিত্র্য, মঞ্চ ও নাটকের সম্পর্ক সূত্রের অনুসরণে মঞ্চধারা (সূচনা থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)

(গ) সাহিত্যের রূপভেদ (৪ ক্রেডিট)
১। কাব্য (গীতিকবিতা, আখ্যান কাব্য, মহাকাব্য)
২। নাটক (ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসন, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, একাঙ্ক, সাংকেতিক
৩। প্রবন্ধ (গুরু ও লঘু)
৪। কথাসাহিত্য—উপন্যাস—(ঐতিহাসিক, সামাজিক, পত্রোপন্যাস, আত্মজৈবনিক, কাব্যধর্মী)।
ছোটগল্প—(অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট, সাংকেতিক ও প্রতীক ধর্মী)।

সপ্তম পত্র
(লোকসাহিত্য এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য)

(ক) লোকসাহিত্য (৪ ক্রেডিট)
১। ময়মনসিংহ গীতিকা
লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও উপকরণসমূহ
(কথা, গান, নাট্য, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, গীতিকা)

ক্ষেত্র সমীক্ষা—লোককাহিনি, লোকউৎসব, লোকভাষা, ইতিবৃত্ত, কিংবদন্তী, ছড়া, ধাঁধার যে কোনো একটির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণভিত্তিক আলোচনার উপস্থাপনা)।

(খ) আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য [(২+২) ক্রেডিট)]

১। উপন্যাস ঃ চিংড়ি — শিবশঙ্কর পিল্লাই (২ ক্রেডিট)

২। ছোট গল্প (হিন্দি) ঃ সদ্‌গতি — মুন্সি প্রেমচাঁদ

ছোট গল্প (উর্দু) ঃ বাচ্চা — ইসমাতচুকদাই

ছোট গল্প (তামিল) ঃ কুঞ্জবনের খ্যাপা — জয়কান্তন

নাটক ঃ চোপ্ আদালত চলছে — বিজয় তেণ্ডুলকর।

অষ্টম পত্র
(অনুবাদ, বানানবিধি, সম্পাদনা, অনুচ্ছেদ, প্রতিবেদন)

(ক) অনুবাদ

১। প্রকারভেদ — ভাবানুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ।

২। অনুবাদের সমস্যা — ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভেদে মূলানুগত্য।

৩। রূপান্তর — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাঞ্জলি — মূল ও অনুবাদ।

(খ) বানানবিধি

বাংলা বানানের বিবর্তন ধারা—বানানের সমস্যা ও সমাধান প্রয়াস—(বাংলা বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ—কথ্য ও লেখ্যর ভেদ—বানান সরলীকরণ ও তার সীমা।)

(গ) সম্পাদনা

সম্পাদনার সাধারণসূত্র—প্রুফ রীডিং ও তার নিয়ম বিধি—অনুচ্ছেদ সজ্জা—পাদটীকা—গ্রন্থপঞ্জী — প্রতিস্থাপন কৌশল।

(ঘ) প্রতিবেদন/অনুচ্ছেদ

রচনা প্রণালী, প্রকারভেদ, অনুশীলনী।

পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রথম সেমিষ্টার → FBG, FEG, FHS

দ্বিতীয় সেমিষ্টার → FST, EBG–1

তৃতীয় সেমিষ্টার → EBG–II, III

চতুর্থ সেমিষ্টার → EBG–IV, V

পঞ্চম সেমিষ্টার → EBG–VI, VII

ষষ্ঠ সেমিষ্টার → EBG–VIII, AOC

বাংলা
স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১ উডবার্ন পার্ক □ কলকাতা ঃ ৭০০ ০২০

ফোন ঃ ২২৮৩-৫১৫৭

টেলি ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৮৩৫০৮২

প্রথম পত্র
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

[আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে পঠনীয়। যুগলক্ষণ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক]

পর্যায় ঃ এক

প্রাক-তুর্কী পর্ব ঃ ১০ম - ১২শ শতক

(ক) সংস্কৃত-প্রাকৃত অপভ্রংশে রচিত বাঙালির সাহিত্য।

(খ) চর্যাপদ।

তুর্কী আগমন থেকে প্রাক্-চৈতন্য পর্ব ঃ ১৩শ-১৫শ শতক

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ বড়ু চণ্ডীদাস।

(খ) ইউসুফ জোলেখা ঃ শাহ মুহম্মদ সগীর।

(গ) অনুবাদ কাব্য □ রামায়ণ ঃ কৃত্তিবাস □ মহাভারত ঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শাকর নন্দী □ ভাগবত ঃ মালাধর বসু।

(ঘ) মঙ্গলকাব্য □ মনসামঙ্গল ঃ হরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই □ চণ্ডীমঙ্গল ঃ মানিক দত্ত।

(ঙ) বৈষ্ণব পদাবলি □ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

পর্যায় ঃ দুই

চৈতন্যযুগ ঃ ১৬শ শতক — মধ্য ১৭শ শতক

(ক) মঙ্গলকাব্য □ মনসামঙ্গল ঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস □ চণ্ডীমঙ্গল ঃ দ্বিজ মাধব, মুকুন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজ রামদেব □ ধর্মমঙ্গল ঃ রামাই পণ্ডিত, খেলারাম, রূপরাম চক্রবর্তী। □ শিবায়ন ঃ রামকৃষ্ণ রায় □ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ঃ দ্বিজ শ্রীধর।

(খ) বৈষ্ণবপদাবলি □ মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম দাস, যদুনন্দন দাস, মাধবদাস, অনন্ত দাস।

(গ) চরিতকাব্য □ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয়।

(ঘ) অনুবাদকাব্য □ রামায়ণ ঃ অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী □ মহাভারত ঃ কাশীরাম দাস □ ভাগবত ঃ রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল।

চৈতন্যোত্তর পর্ব ঃ মধ্য ১৭শ — ১৮শ শতক

(ক) বৈষ্ণবপদ □ প্রেমদাস, রাধামোহন ঠাকুর, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর।
বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন □ ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু।

(খ) চরিতকাব্য □ প্রেমদাস, অকিঞ্চন দাস, নরহরি চক্রবর্তী।

(গ) মঙ্গলকাব্য □ মনসামঙ্গল ঃ তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র □ ধর্মমঙ্গল ঃ রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যাদুনাথ/যাদবনাথ, শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, ঘনরাম চক্রবর্তী, মানিক গাঙ্গুলি □ অন্নদামঙ্গল ঃ ভারতচন্দ্র রায় □ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ঃ কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, বলরাম চক্রবর্তী □ শিবায়ন ঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

(ঘ) অনুবাদকাব্য □ রামায়ণ ঃ শঙ্কর কবিচন্দ্র, জগৎরাম রায়, রামানন্দ ঘোষ □ মহাভারত ঃ

দ্বৈপায়ন দাস, নন্দরাম দাস, গঙ্গাদাস সেন ◻ ভাগবত ঃ শঙ্কর কবিচন্দ্র, বলরাম দাস, দ্বিজ মাধবেন্দ্র, দ্বিজ রমানাথ।

(ঙ) শাক্ত পদাবলি ◻ রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত প্রমুখ।

(চ) নাথ সাহিত্য।

(জ) ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

(ঝ) চট্টগ্রাম-রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য।

পর্যায় ঃ তিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমগ্র সাহিত্য)।

পর্যায় ঃ চার

উনিশ শতক (প্রথমার্ধ)

গদ্য ঃ

(ক) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ ঃ উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশি, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, হরপ্রসাদ রায়।

(খ) রামমোহন রায়।

(গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(ঙ) অক্ষয়কুমার দত্ত।

কবিতা ঃ

(ক) কবিগান, পাঁচালি গান, টপ্পাগান।

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সাময়িক পত্র ঃ

দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, বাঙ্গাল গেজেট, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, তত্ত্ববোধিনী ইত্যাদি।

উনিশ শতক (দ্বিতীয়ার্ধ)

কাব্যসাহিত্য ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কামিনী রায়।

প্রবন্ধ ঃ

প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর।

কথাসাহিত্য ঃ

প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী।

নাট্যসাহিত্য ঃ

জি. সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র, মাইকেল

মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস, রাজকৃষ্ণ রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সাময়িকপত্র ঃ

বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, রহস্যসন্দর্ভ, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, ভারতী, বালক, সাধনা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, জন্মভূমি, বামাবোধিনী।

পর্যায় ঃ পাঁচ

বিশ শতক

কাব্যসাহিত্য ঃ

প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, গোলাম কুদ্দুস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত।

উপন্যাস ঃ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশাপূর্ণা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ননী ভৌমিক, সাবিত্রী রায়, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, অসীম রায়, সমরেশ বসু, গুণময় মান্না, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মহাশ্বেতা দেবী।

ছোটগল্প ঃ

শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সোমেন চন্দ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, তপোবিজয় ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু পালিত, মহাশ্বেতা দেবী।

প্রবন্ধ ঃ

প্রমথ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সুকুমার সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, কাজী আবদুল ওদুদ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীহাররঞ্জন রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিনয় ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম দাস।

নাটক ঃ

মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বনফুল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী

লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, রতনকুমার ঘোষ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িকপত্র ঃ

সবুজপত্র, শনিবারের চিঠি, কল্লোল, কালি-কলম, উত্তরা, প্রগতি, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা, পূর্বাশা, কবিতা, পরিচয়, চতুষ্কোণ, চতুরঙ্গ, নতুন সাহিত্য।

দ্বিতীয় পত্র
ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্ত্ব

পর্যায় ঃ এক

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ; ভাষার শ্রেণিবিভাগ।

পর্যায় ঃ দুই

প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ; ধ্বনিবিজ্ঞান ; ধ্বনিতত্ত্ব ; রূপতত্ত্ব।

পর্যায় ঃ তিন

অন্বয় ও অন্বয়তত্ত্ব ; বাংলা বাক্যের অন্বয়গত নানা দিক ; অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে বাংলা বাক্যের গঠন ও প্রকার ; সঞ্জননী তত্ত্ব ; সঞ্জননী অন্বয়তত্ত্ব-অনুসারে বাংলা বাক্যের অন্বয় ; সমাজবিজ্ঞান ও সমাজভাষাবিজ্ঞান ; উপভাষাতত্ত্ব ; ভাষা-পরিকল্পনা ; বাংলা ভাষার সংস্কার-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ঃ লিপি সমস্যা ও সংস্কার, বানান সমস্যা ও সংস্কার ; পরিভাষা-অভিধান, উচ্চারণ-কোষ নির্মাণ ইত্যাদি।

পর্যায় ঃ চার

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব □ রসবাদ ; ধ্বনিবাদ ; বক্রোক্তিবাদ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব □ ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল, নব্য ধ্রুপদী বা নিও-ক্লাসিকাল, রোমান্টিক, বস্তুবাদী ও অবয়ববাদী সাহিত্যবিচার এবং সমালোচনা।

তৃতীয় পত্র
কবিতা
(প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, আধুনিক)

পর্যায় ঃ এক

চর্যাপদ □ আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত ; পুথি-পরিচয় ; নাম-বিতর্ক ; রচনাকাল ; ধর্মতত্ত্ব ; ভাষা ; সাহিত্যমূল্য। □ নির্বাচিত দশটি চর্যার নিবিড় পাঠ ঃ ২, ৬, ৮, ১০, ১৭, ২১, ২৮, ২৯, ৩৩ ও ৪০ সংখ্যক পদ। বৈষ্ণব পদাবলি □ সাধারণী পরিচয় ; রসপর্যায় ; নায়িকালক্ষণ □ দশটি নির্বাচিত পদের নিবিড় পাঠ ঃ "ধরম করম গেল গুরু-গরবিত" (চণ্ডীদাস) ; "ধিক রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে" (ঐ) ; "নব অনুরাগিনি রাধা" (বিদ্যাপতি) ; "রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম" (ঐ) ; "নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন" (গোবিন্দদাস) ; "কুলবতি কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ" (ঐ) ; "শুনাইতে কানু মুরলীরব মাধুরী" (ঐ) ; "মনের মরম কথা শুন লো সজনি" (জ্ঞানদাস) ; "বড়ায়ি হেরি দেখ রূপ চেয়ে" (ঐ) ; "নটবর নবকিশোর রায়" (বলরামদাস)।

পর্যায় ঃ দুই

□ চৈতন্যচরিতামৃত ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ সাধারণী পরিচয় ; নিবিড় পাঠ ঃ আদিলীলা (৪র্থ পরিচ্ছেদ) ও মধ্যলীলা (৮ম পরিচ্ছেদ) ; সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ; শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব।

□ মনসামঙ্গল ঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ সাধারণী পরিচয় ; মনসাকাহিনির উৎস, বিকাশ ও পরিকাঠামো ; কেতকাদাসের কাব্যের সাহিত্যমূল্য ; সামাজিক ইতিহাসের উপাদান বিচার।

□ পদ্মাবতী ঃ সৈয়দ আলাওল ঃ সাধারণী পরিচয় ; কবি পরিচয় ; কাহিনি-বিশ্লেষণ ; বিস্তৃত বিচার ঃ রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড ; চিতোর আগমনখণ্ড ; রোম্যান্টিক ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' মধ্যযুগীয় কাব্যরূপে মূল্যায়ন ; সুফিতত্ত্ব ও 'পদ্মাবতী'।

পর্যায় ঃ তিন

□ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ সাধারণী আলোচনা ; মহাকাব্যরূপে মূল্যায়ন ; কাহিনি-সংশ্লেষ ; বিস্তৃত পাঠ ঃ ১ম, ৪র্থ ও ৯ম সর্গ ; রসবিচার ; চরিত্র বিশ্লেষণ ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভাব।

□ রবীন্দ্র-কবিতা ঃ সাধারণী আলোচনা □ নিবিড় পাঠ (পনেরোটি নির্বাচিত কবিতা) ঃ 'মেঘদূত' ; 'বসুন্ধরা', 'জীবনদেবতা' ; 'স্বপ্ন' ; 'উদাসীন' ; 'আগমন' ; 'অপমানিত' ; "দূর হতে কী শুনিস" ; 'মুক্তি' ; 'তপোভঙ্গ' ; 'সবলা' ; 'সাধারণ মেয়ে' ; 'বাঁশিওয়ালা' ; "দেখিলাম অবসন্ন গোধূলি বেলায়" ; "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"।

□ রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতা □ নিবিড় পাঠ (পাঁচটি কবিতা) ঃ

মানকুমারী বসু ঃ 'একা' ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ 'কবর-ই নূরজাহান' ; কাজি নজরুল ইসলাম ঃ 'বিদ্রোহী' ; মোহিতলাল মজুমদার ঃ 'কালাপাহাড়' ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ 'ঘুমের ঘোরে'।

□ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কবিতা □ আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ সাধারণী আলোচনা ; আলোচ্য পর্বের বাংলা কবিতার দর্শন ; প্রকাশভঙ্গি, সৌন্দর্যভাবনা, আঙ্গিক এবং বিভিন্ন মতবাদ ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক □ নিবিড় পাঠ (ছয়টি কবিতা) ঃ জীবনানন্দ দাশ ঃ 'বোধ' ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ 'শাশ্বতী' ; অমিয় চক্রবর্তী ঃ 'ইতিহাস' ; বুদ্ধদেব বসু ঃ 'শেষের রাত্রি' ; বিষ্ণু দে ঃ 'জল দাও' ; সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ 'হে মহাজীবন'।

চতুর্থ পত্র

উপন্যাস ও ছোটগল্প

পর্যায় ঃ এক

উপন্যাস ঃ

রাজসিংহ □ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুরঙ্গ □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিতমশাই □ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আরণ্যক □ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগিনীকন্যার কাহিনী □ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যায় ঃ দুই

ছোটগল্প ঃ

ক্ষুধিত পাষাণ, হালদারগোষ্ঠী □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নয়নচাঁদের ব্যবসা □ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
অরূপের রাস □ জগদীশ গুপ্ত
স্টোভ □ প্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড □ পরশুরাম
রস □ নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পথের কাঁটা □ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ডোমের চিতা □ রমেশচন্দ্র সেন
সংকেত □ সোমেন চন্দ
শহীদের মা □ সমরেশ বসু
কুষ্ঠরোগীর বউ □ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জাতুধান □ মহাশ্বেতা দেবী
চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ □ সুবোধ ঘোষ
রেকর্ড □ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম পত্র

প্রবন্ধসাহিত্য ও শৈলীবিজ্ঞান

প্রবন্ধসাহিত্য ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ সাম্য (নির্বাচিত অংশ)
রবীন্দ্রনাথ □ কৌতুকহাস্য, কৌতুকহাস্যের মাত্রা
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী □ সুখ না দুঃখ
সুকুমার সেন □ গল্পের গাঁটছড়া
রাজশেখর বসু □ ভেজাল ও নকল
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় □ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (নির্বাচিত অংশ)
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় □ রূপকথা
গোপাল হালদার □ সংস্কৃতির সংজ্ঞা
আবদুল ওদুদ □ বাংলার নবজাগরণ
বুদ্ধদেব বসু □ উত্তরতিরিশ

শৈলীবিজ্ঞান ঃ

শৈলীবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব
বাংলা গদ্য ও কবিতার শৈলীবিচার

ষষ্ঠ পত্র
নাটক ও বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস

বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস □ ১৭৯৬-২০০০

নাটক ঃ

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ □ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
সাজাহান □ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
মালিনী □ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছেঁড়া তার □ তুলসী লাহিড়ী
অঙ্গার □ উৎপল দত্ত
তপস্বী ও তরঙ্গিণী □ বুদ্ধদেব বসু
চাঁদ বণিকের পালা □ শম্ভু মিত্র
গল্প হেকিম সাহেব □ মনোজ মিত্র

সপ্তম পত্র
বিশেষ পত্র

(ক) রবীন্দ্রসাহিত্য
(খ) আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য
(গ) বাংলাদেশের সাহিত্য
(ঘ) লোকসাহিত্য

(যে-কোনো একটি বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে)

(ক) রবীন্দ্রসাহিত্য

কবিতা ঃ

সোনার তরী □ সোনার তরী, পরশপাথর, বৈষ্ণব কবিতা,
দুই পাখি, যেতে নাহি দিব, সমুদ্রের প্রতি, মানসসুন্দরী, ঝুলন, বসুন্ধরা,
নিরুদ্দেশ যাত্রা ;
শ্যামলী □ দ্বৈত, আমি, চিরযাত্রী, বাঁশিওয়ালা, হঠাৎ দেখা, অমৃত ;

গদ্য ঃ

ছিন্নপত্র □ ঐরে মস্ত পৃথিবীটা (১৩), বিকেল বেলায় আমি (২৪)
কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে (৫৫), এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা (৬৯)
রোজ সকালে চোখ চেয়েই (৭০), এখন একলাটি আমার সেই বোটের
জানলার কাছে (৭৪) একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে (৭৪), কবিতা
আমার বহুকালের প্রেয়সী (৯৪), আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন
(১০৭), আমি এখন পথে (১২৮), মাঘ মাসের সাধনার সেই গল্পটা (২০৩)
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা

জীবনস্মৃতি
উপন্যাস ঃ
গোরা
ছোটগল্প ঃ
তিনসঙ্গী
সে
নাটক ঃ
রক্তকরবী

(খ) আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য

□ ভারতীয় সাহিত্য—আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষা
□ প্রধান ভারতীয় কথাসাহিত্যিকবৃন্দ (বাংলা সাহিত্য ব্যতিরেকে)

উপন্যাস ঃ
মইলা আঁচল □ ফণীশ্বরনাথ রেণু (হিন্দি)
এক চাদর মইলি সি □ রাজিন্দার সিং বেদী (উর্দু)
সংস্কার □ ইউ. আর. অনন্তমূর্তি (কানাড়া)

ছোটগল্প ঃ
কাফন □ প্রেমচন্দ (হিন্দি)
টড়পা □ গোপীনাথ মোহান্তি (ওড়িয়া)
দেওয়াল □ ভৈকম মুহম্মদ বশির (মালয়ালম)
কনেদেখা □ অমৃতা প্রীতম (পাঞ্জাবি)
টোবা টেকসিং □ সাদাত হাসান মান্টো (উর্দু)
দিনের বেলার প্যাসেঞ্জার গাড়িতে □ জয়কান্তন (তামিল)
মাছ ও মানুষ □ মহিম বরা (অসমিয়া)
সমাজ-সংস্কারক □ অরবিন্দ গোখলে (মারাঠি)
মরীচিকা □ আচন্ট শারদা দেবী (তেলুগু)
বদমাস □ ঝবেরচান্দ মেঘানি (গুজরাটি)

□ উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বাংলা অনুবাদের মাধ্যমেই পঠনীয় □

(গ) বাংলাদেশের সাহিত্য

□ বাংলাদেশের সাহিত্য ঃ প্রেক্ষিত ও বিবর্তন

উপন্যাস ঃ
লাল সালু □ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
ক্রীতদাসের হাসি □ শওকত ওসমান
নীল ময়ূরের যৌবন □ সেলিনা হোসেন

প্রবন্ধ ঃ
সাহিত্যের পথ ও সাধনা □ আবুল ফজল ; সাহিত্যের স্বরূপ □ আহমদ শরীফ ; সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য □ বদরুদ্দীন উমর ; স্বরূপের সন্ধানে □ আনিসুজ্জামান ; বিশ্বাসের জগৎ □ হুমায়ুন আজাদ।

নাটক ঃ

কবর □ মুনীর চৌধুরী

কি চাহ শঙ্খচিল □ মমতাজউদ্দীন আহমদ

ছোটগল্প ঃ

একটি তুলসী গাছের কাহিনি □ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ; পরীবানুর কাহিনি □ সত্যেন সেন শকুন □ হাসান আজিজুল হক ; অপঘাত □ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ; লোকটি রাজাকার ছিল □ ইমদাদুল হক মিলন ; পরজন্ম □ সেলিনা হোসেন ; আশ্রয় □ বিপ্রদাস বড়ুয়া ; মাটির আদম □ রিজিয়া রহমান ; একটি দিন □ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; তাস □ সৈয়দ শামসুল হক।

কবিতা ঃ

নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ □ শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রাহমান ও মহাদেব সাহা।

(ঘ) লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

লোকসংস্কৃতি ; গণসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি ; পপলোর □ সংজ্ঞা ও সীমানা।

সংস্কৃতির বিবর্তন □ সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব ঃ মান্যা ; ম্যাজিক ; ট্যাবু ; টোটেম।

তাত্ত্বিক আলোচনা □ ধর্ম ; দেবতা ; ব্রত ; পার্বণ ; লোকাচার ; লোকবিশ্বাস ; লোকসংস্কার

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি।

সঙ্গীত ; নৃত্য ; চিত্র ; ভাস্কর্য ; নাট্য ; স্থাপত্য।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির মূলতত্ত্ব ঃ

(ক) ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক
(খ) টাইপ ও মোটিফ-ভিত্তিক
(গ) রূপতাত্ত্বিক
(ঘ) আঙ্গিকবাদী
(ঙ) জাতীয়তাবাদী
(চ) মনস্তাত্ত্বিক
(ছ) ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী

নামতত্ত্ব □ ব্যক্তিনাম, স্থাননাম, সংস্কার-কেন্দ্রিক নাম।

পাঠ ও পর্যালোচনা □ ঠাকুমা'র ঝুলি (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার),

টুনটুনির বই (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) ঃ একটি করে গল্প।

লোকসাহিত্য ঃ ছেলেভুলোনো ছড়া (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ঃ দুটি ছড়া ; প্রচলিত বাংলা প্রবাদ ঃ পাঁচটি।

অষ্টম পত্র

স্বনির্ভর অনুশীলন

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক-গবেষণা ঃ

(ক) গবেষণা-পদ্ধতি
(খ) অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)

রচনা ঃ

প্রদত্ত রচনাংশের সাহিত্যমূল্য বিচার

প্রথমে স্নাতক পাঠক্রমের দিকে তাকানো যাক। এক্ষেত্রে পত্র ভিত্তিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নাতক পাঠক্রমের প্রথম পত্রটিতে শুধুই সাহিত্যের ইতিহাস --- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ সাহিত্যের ইতিহাস। এখন, স্নাতক স্তরে যে শিক্ষার্থী বাংলা নিয়ে পড়তে আসছে, মনে রাখতে হবে, সে প্রচলিত বা regular অর্থাৎ conventional পদ্ধতিতে পড়তে আসছে না, আসছে মুক্ত ও দূরশিক্ষার অঙ্গনে, যেখানে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে মাত্র দুই ঘন্টা পঠনপাঠনের সুযোগ আছে, সেখানে তার সামনে শুরুতেই একটি পত্রে সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাস তুলে না ধরে যদি আটটি পত্রের কয়েকটিতে বা প্রতিটিতেই এই ইতিহাস পঠনপাঠনকে বিস্তৃত করে দেওয়া যেত! নাটক, ছোটগল্প বা উপন্যাস ইত্যাদি সংরূপগুলি পড়ার সময় যদি সেগুলির ইতিহাস পড়ানো হত; কিংবা প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যের ইতিহাসকে কোনো একটি পত্রে বিন্যাস্ত করে সবচেয়ে বিস্তৃত আধুনিক যুগের সাহিত্যের ইতিহাসকে একাধিক পত্রের পাঠক্রমে রাখলে একদিকে তা যেমন মনোবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠত, তেমনিই তা আকর্ষক হয়ে উঠত শিক্ষার্থীদের কাছেও।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রচলিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মতোই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে একটি পত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে ছন্দ ও অলংকারের জন্য। কিন্তু ছন্দ ও অলংকার বিষয়টি তো একেবারেই প্রয়োগনির্ভর। সেক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পত্রের পাঠক্রমে ছন্দ ও অলংকারের প্রায়োগিক দিকটি যদি পৃথকভাবে সংযোজিত করা হয়, তাহলে সেটি পাঠক্রমটিকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তোলে। প্রচলিত প্রথায় পাঠক্রমে এগুলির পৃথক সংযোজনের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, ক্লাসে শিক্ষক ছন্দ-অলংকার পড়ানোর টানেই অবধারিতভাবে তার প্রয়োগকৌশলের দিকটি নিয়ে আলোচনা করে

থাকেন। কিন্তু মুক্ত ও দূরশিক্ষাক্রমে ক্লাসে পঠনপাঠনের সময় যেখানে অত্যন্ত সীমিত, সেখানে এই প্রায়োগিক দিকটি পাঠক্রমে সংযুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে, ছন্দ ও অলংকার শুধু সংজ্ঞা আর উদাহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সাহিত্যশৈলী বিচারে, সাহিত্য বোঝার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অপরিসীম। বিশিষ্ট মানুষজনের মধ্যে কেউ কেউ এমন মত-ও প্রকাশ করেছেন যে, inductive এবং deductive --- উভয় পদ্ধতিতেই ছন্দ-অলংকারের পঠনপাঠন হোক। দ্বিতীয় পত্রের পাশাপাশি স্নাতক তৃতীয় পত্র অর্থাৎ কবিতার পত্রটিতেও সেই আলোচনা বিস্তৃত করার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই পত্রেও অন্তর্ভুক্তি ঘটুক ছন্দ ও অলংকারের।

বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে 'উপন্যাস ও ছোটগল্প'-র পেপার বলতেই আমরা বুঝি নির্বাচিত কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক চতুর্থ পত্রেও তাই-ই আছে। কিন্তু উপন্যাস বা Novel এবং ছোটগল্প বা Short story সংরূপদুটি কোথা থেকে এল, অর্থাৎ ওই দুটির উৎস কোথায়; চতুর্থ পত্রের পাঠক্রমে সেটির পৃথক অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য, শুধু এই দুটি সংরূপ-ই নয়, সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের ক্ষেত্রেও এই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংখ্যা কমিয়ে এই সংরূপের উৎসের দিকটি শিক্ষার্থীদের অবগত করার কাজটিকে অনেক বেশি জরুরি বলেই মত প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট মানুষরা। দৃশ্য-শ্রাব্য সাক্ষাৎকারে তাঁরা বলেছেন যে, স্নাতক স্তরেই এই সংরূপগুলির উৎস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নয়তো, কয়েকটি ছোটগল্প বা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যেই তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে। যেহেতু প্রথাগত পড়াশুনোয় এই সংরূপের উৎস সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে বিস্তৃত সময়

পাওয়া যায়, তাই সেই সমস্ত পাঠক্রমে এগুলির পৃথক অন্তর্ভুক্তির দরকার পড়ে না। কিন্তু মুক্ত ও দূরশিক্ষায় স্বল্প সময়ের অবকাশে শিক্ষার্থীদের মনে সাহিত্য-সংরূপগুলি প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করতে গেলে বাংলা স্নাতক পাঠক্রম সেই সংযোজন বিশেষভাবে দাবি করে। নয়তো প্রথাগত ও প্রচলিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে গুণগত মানে পিছিয়ে থাকবে, যা কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই পাঠক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা-সহায়ক পাঠ-উপকরণকে পরিপূর্ণতা দিতে হলে এই পত্রে সংরূপগুলির সংজ্ঞা ও উৎস সম্পর্কে পরিচিতিপ্রদান একান্ত প্রয়োজনীয়।

স্নাতক পাঠক্রমের অষ্টম পত্রে আছে 'অনুবাদ, বানানবিধি, সম্পাদনা, অনুচ্ছেদ, প্রতিবেদন'। এর মধ্যে বিশেষত সম্পাদনা অংশটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথাগত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নেই। সেক্ষেত্রে স্নাতক স্তরের একজন শিক্ষার্থীর কাছে অষ্টম পত্রের এই পাঠক্রম একদিকে আধুনিকতাকে বহন করে। ঠিক তেমনি, বানান নিয়ে নানাবিধ সমস্যা থেকে উত্তরণের দিশাও দেখায় এই পাঠক্রম। সম্পাদনা-র প্রকৃত অর্থ কী, দশ-কুড়ি জনের কাছে থেকে বিভিন্ন বা কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ জোগাড় করে একটি মুখবন্ধ লিখে ফেললেই যে তাকে সম্পাদনা বলা চলে না, সম্পাদকের দায়িত্ব যে কতখানি গভীর --- সেটি-যে বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে আধুনিক বানানবিধি, পাদটীকা বা পশ্চাৎটীকার যাথার্থ্যকে স্পর্শ করে গ্রন্থপঞ্জি বা নির্ঘন্টকে নির্ভুল করে তোলার গুরুদায়িত্বকে বহন করে চলে, স্নাতক স্তরের একজন শিক্ষার্থীর কাছে পাঠক্রমের সূত্রে সেই বিষয়টি তুলে ধরা অবশ্যই কালোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। এর পাশাপাশিই এই পত্রে বিশেষ প্রশংসার দাবি করে অনুবাদ অংশটি।

বর্তমানে বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদ একটি পৃথক পঠন-পাঠনের বিষয় হয়ে উঠেছে। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই অনুবাদের ভূমিকাকে আমরা আজ আর কেউই বোধহয় অস্বীকার করতে পারি না – সেটা বৃহৎ আঙ্গিকের কোনো প্রকাশনা সংস্থাই হোক বা সংবাদমাধ্যম হোক। তাই, স্নাতক স্তরের একজন শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অনুবাদ অংশটি আক্ষরিক অর্থেই একটি বাস্তব লক্ষ্য পরিপূরণের সহায়ক এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে স্নাতক পাঠক্রমে এই অংশটির অস্তিত্ব কাল নিরপেক্ষভাবেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সামগ্রিকভাবে বাংলা স্নাতক পর্যায়ের বর্তমান পাঠক্রম বিষয়ে বিশিষ্ট মানুষের মতাবলম্বন করে বলা যায় যে, প্রচলিত ও পরিচিত টেক্সট-এর বাইরে বেরিয়ে পাঠক্রমটি নির্মিত হলে তা যুগোপয়োগী হয়ে ওঠে। যেমন, যদি ধরা যায় তৃতীয় পত্র 'কাব্য'-র কথা, সেখানে পাঠ্য আছে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র ষষ্ঠ সর্গ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ --- প্রত্যেক কবির কবিতা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি। প্রশ্ন হল, ওই নির্বাচিত তিনটি বা পাঁচটি করে কবিতা পড়ে স্নাতক বাংলা–র একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারে ? সে শুধু কবিতার বিষয়বস্তুটুকুই জানবে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি ওই কবিদের কাব্যরচনার বিশেষত্ব এবং কবিমানস প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবিতার ধরতাইটুকু আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা যায়, তাহলে নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন কবিতা পড়ে বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয়। স্নাতক পঞ্চম পত্রে আছে প্রবন্ধ ও রম্যরচনা। প্রচলিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' বা রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' ও

'সভ্যতার সংকট'-এর মতো প্রবন্ধের পরিবর্তে প্রাবন্ধিকের স্বল্পপঠিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রবন্ধ নির্বাচন করা যেতেই পারে।

এরপর আসছি বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে। এই স্তরে প্রথম পত্র জুড়ে আছে সাহিত্যের ইতিহাস। পাঠক্রম এবং সেই সূত্রে পাঠ-সহায়ক উপকরণ বা Self Learning Material (SLM)-টি ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এখানে সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠক্রমটি বিন্যস্ত হয়েছে মূলত বিভিন্ন সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকর্মকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস তো কালানুক্রমিক হওয়া উচিত। সেটি এমনভাবেই বিন্যস্ত হওয়া উচিত যে, সেখানে থাকবে একই কালে লিখিত বিভিন্ন সাহিত্য, সেইসঙ্গে সাহিত্যিকদের পরিচয়, সমকালে সংঘটিত নানা সাহিত্য আন্দোলন, সাহিত্যে তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব, সেই প্রভাবে তুলে ধরতে গিয়ে সাহিত্যের একটি সংরূপ থেকে অন্য সংরূপে অবাধ যাতায়াত ইত্যাদি। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে গৃহীত সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট মানুষজনের প্রায় সিংহভাগই তাই স্নাতকোত্তর বাংলার প্রথম পত্রের বিষয়বস্তুর বিন্যাসে বিশেষ রদবদল ঘটিয়ে তুলনামূলক ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে এই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক্রমটিকে আধুনিক করে তোলার পক্ষপাতী।

স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের তৃতীয় পত্র 'কাব্য'। সেখানে তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার 'নিবিড় পাঠ' রয়েছে। এখন, পাঠক্রমে এই 'নিবিড় পাঠ' শব্দদুটি উল্লেখের বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে কি ? এই 'নিবিড় পাঠ' যদি হয় 'thorough textual analysis', তাহলে, মুক্ত দূরশিক্ষায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অতগুলি কবিতার 'নিবিড় পাঠ' আদৌ সম্ভব ? যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এই পত্রের পাঠক্রম কতদূর যুক্তিসংগত ? ঠিক এই প্রশ্ন নিয়েই হাজির হয়েছিলাম নেতাজি

সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পাঠক্রমের সঙ্গে একদা যুক্ত বা বর্তমানে ওতপ্রোত জড়িত বিদগ্ধ কিছু মানুষের সামনে। তাঁদের মতে, ওই 'নিবিড় পাঠ' শব্দদুটির এখানে অনেকটাই বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। বাংলা যার pass subject নয়, যে শিক্ষার্থী স্নাতক স্তরে সাম্মানিক বাংলা পড়তে আসছে, সে তো শুধু কবিতা মূল ভাববস্তু জানার মধ্যেই তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। সেক্ষত্রে মুক্ত ও দূরশিক্ষার আঙিনায় থেকেও, যতদূর সম্ভব সে চাইবে কবিতাগুলিকে 'line by line' বা 'between the lines' পড়তে। বুঝতে। এককথায় 'thorough textual analysis'-এই অভ্যস্ত হয়ে ওঠা ও শিক্ষকের তাকে সেভাবেই অভ্যস্ত করে তোলাটাই হবে কবিতার আদর্শ পঠনপাঠন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবারও চলে আসে মুক্ত ও দূরশিক্ষায় সময়ের সীমাবদ্ধতা। কাজেই 'নিবিড় পাঠ' শব্দদুটিকে যদি আভিধানিক অর্থেই সত্য করে তুলতে হয়, তাহলে অবশ্যই কবিতার সংখ্যা কমানো ছাড়া উপায় নেই। কারণ, গুণগত মান ও পরিমাণ (Quality and Quantity) সর্বদাই ব্যস্তানুপাতিক। তাই এই পত্রের পাঠক্রমে কবিতার পরিমাণ কমিয়ে গুণগত মানের পঠনপাঠনই এক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

স্নাতকোত্তর বাংলার সপ্তম পত্রে আছে চারটি বিশেষপত্র --- রবীন্দ্রসাহিত্য, আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য, বাংলাদেশের সাহিত্য ও লোকসাহিত্য। বিশেষপত্র 'রবীন্দ্রসাহিত্য'-র পাঠক্রমে কী আছে? না, দুটি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা, 'ছিন্নপত্র'-র কয়েকটি চিঠি, 'জীবনস্মৃতি', একটি উপন্যাস, দুটি ছোটগল্প, একটি নাটক। কিন্তু বিশেষপত্রের 'রবীন্দ্রসাহিত্য' কি এতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? এই পাঠক্রমে কোথাও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের উল্লেখ নেই। এই দুইয়ের অনুল্লেখে শুধু কয়েকটি কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক নিয়ে 'রবীন্দ্রসাহিত্য' বিশেষপত্রের পাঠক্রমটি

আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। যতই 'Death of the Author' বলা হোক না কেন, কবিমানস ও কবিমননকে বাদ দিয়ে কবিতার যথার্থ রসোপলব্ধি এককথায় অসম্ভব। আধুনিককালে এমন একটি মতকে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা চলছে। সেটা হল এই যে, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প --- যে সংরূপ-ই হোক না কেন, কোনো একটি টেক্সট তার নিজের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেই কারণেই নাকি একটি টেক্সটের অসীম অনন্ত ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু ব্যাপারটি যে আদৌ তা নয়, কোনো একটি টেক্সটের যথার্থ রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' পাঠকের কাছে ওই টেক্সটির interpretation-এর ক্ষেত্রে যে একটি স্থিতিস্থাপকতা আছে, সেই সাহিত্যিকবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলার জন্য 'রবীন্দ্রসাহিত্য'-র মতো বিশেষপত্রে কবিকে জানাটা অত্যন্ত জরুরি। তাই এই পত্রের পাঠক্রমে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কালানুক্রমটির অন্তর্ভুক্তি একান্তভাবেই প্রয়োজন। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বিশেষপত্র বলতে আমরা কেন শুধু কয়েকটি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা ভাবব? রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা, পল্লী-উন্নয়ন, অনুবাদ --- এগুলি আর কবেই-বা পাঠক্রমে সংযোজিত হবে?

বিশেষপত্র লোকসাহিত্য-র ক্ষেত্রেও পাঠক্রমে বেশ কিছু রদবদল ঘটানো দরকার বলে মনে করেছেন বিশিষ্ট মানুষজন। যেমন, তাঁদের মতে এই পাঠক্রম বিশ শতকের সত্তরের দশকের পাঠক্রম। আধুনিক যুগের সঙ্গে এই পাঠক্রমকেও আধুনিক করে তোলা উচিত। বর্তমানে Folkloristics বিষয়টি Cultural Studies-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য বিশেষপত্রে এই বিবর্তনটির কোনো উল্লেখ নেই। নারীবাদের আলোকে লোকসংস্কৃতির আলোচনা বর্তমানে বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক্রমে এই বিষয়টিও সংযোজনের দাবি রাখে। এর পাশাপাশিই থাকা উচিত লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সমস্যাগুলির উত্থাপন।

স্নাতকোত্তর অষ্টম পত্রের সিংহভাগ জুড়ে আছে 'গবেষণা পদ্ধতি'। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শেষ পর্যায়ে একটি গবেষণা নিবন্ধ রচনা বাধ্যতামূলক হলেও কীভাবে গবেষণা করা উচিত, প্রচলিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই গবেষণা পদ্ধতি এখনো পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে পাঠক্রমের এই অংশটিকে আধুনিক বলা চলে। কারণ, গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু ডিগ্রিপ্রাপ্তি নয়। গবেষণামূলক কোনো নিবন্ধ লিখতে গেলেও কীভাবে তা লিখতে হবে, কেমন হবে তথ্যসূত্রের বিন্যাস, যুক্তিতথ্যের সামঞ্জস্যে কীভাবে পরিবেশিত হবে মূল বিষয় --- এগুলি জানার ক্ষেত্রেও 'গবেষণা পদ্ধতি' বিশেষ কার্যকরী।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমটির কোনো কোনো পত্রে বিশেষ কিছু বিষয় বর্জন করে কালোপযোগী নানা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটালে পাঠক্রমটি প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক হয়ে উঠবে।

সংযোজন : নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সঙ্গে একদা বা বর্তমানে সংযুক্ত বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষ ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার সমন্বিত একটি ডিভিডি।

Anamika Das
29.05.2017

Dr. Anamika Das
Prinicipal Investigator
UGC-DEB Project
School of Humanities
Netaji Subhas Open University